চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(গেজেট প্রকাশের তারিখ)

চামড়া ও
চামড়াজাত
পণ্য উন্নয়ন
নীতিমালা
২০১৯

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১	ভূমিকা	৪-৫
অধ্যায় ২	**ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী**	৬-৭
অধ্যায় ৩	টেকসই পরিবেশবান্ধব বিষয় পরিপালন	৭-১৫
অধ্যায় ৪	**নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন**	১৫-১৮
পরিশিষ্ট ১	সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা	১৯-৩৩

শব্দ সংক্ষেপ

বিডা (BIDA)	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
বিজিএমইএ (BGMEA)	বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি
বিসিক (BSCIC)	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন
বিএসটিআই (BSTI)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
সিএসআর (CSR)	কর্পোরেট স্যোশাল রেসপনসিবিলিটি
সিইটিপি (CETP)	সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট
ইপিজেড (EPZ)	এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন
ইজেড (EZ)	এক্সপোর্ট জোন
ইডিএফ (EDF)	এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
এফডিআই (FDI)	ফরেইন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট
জিটিএফ (GTF)	গ্রীন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড
আইএলইটি (ILET)	ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি
আইএলও (ILO)	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
এলআরআই (LRI)	লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট
এনবিআর (NBR)	ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ
এনপিও (NPO)	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন
আরএমজি (RMG)	রেডিমেড গার্মেন্টস
ওএইচএস (OHS)	অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেইফটি
টিআইইডি (TIED)	ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রি এস্টেট, ঢাকা

অধ্যায় ১

১. ভূমিকা

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৬ লাখ এবং পরোক্ষভাবে আরও ৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির মধ্যে এ খাতের অবদান ৪%, যা দেশের মোট জিডিপির ০.৫%। সরকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে ২০১৭ সালে 'প্রোডাক্ট অব দি ইয়ার/বর্ষপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০২৪ সাল নাগাদ এ খাত থেকে মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট জিডিপির ১% করার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ ও এ শিল্পের সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি যুগোপযোগী 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা' একান্ত প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাত খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বের সকল ধরনের তৈরি পাদুকার উৎপাদন ২০১০ সালের ১৭.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ২১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়; ২০১৭ সালে এ খাতের মোট বৈশ্বিক বাজারের আকার ছিল ১৩৯.৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (সূত্রঃ আইটিসি ২০১৮)। অথচ, পাদুকা উৎপাদনে ২০১৬ সালে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল অষ্টম। বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার মধ্যে ৭৬% এর বেশি রপ্তানি করা হয়। এ অবস্থার উন্নয়নের আরও সুযোগ রয়েছে। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশকে ক্রমান্বয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে অঙ্গীভূত (value chain integration) হতে হবে।

ইতোমধ্যে এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হাজারিবাগ থেকে সাভারে ট্যানারিসমূহ স্থানান্তরিত হয়ে উৎপাদন শুরু করেছে। স্থানীয় ও বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু রপ্তানি-প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বছরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন বর্গফুট কাঁচা চামড়া (হাইড ও স্কিন) প্রক্রিয়াজাত করা হয়, এর মধ্যে গরুর চামড়া হলো ৬৩.৯৮%, ছাগলের চামড়া ৩২.৭৪%, মহিষের চামড়া ২.২৩% এবং ভেড়ার চামড়া ১.০৫% (২০১৭)।

চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের গুরুত্ব অপরিসীম। গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের আস্থা অর্জনে প্রক্রিয়াজাত চামড়ার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের ট্যানিংশিল্পকে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে হবে। বিশ্ব বাজারের প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের পণ্য সম্পর্কে এদেশের উদ্যোক্তাদের যথাযথ ধারণা থাকা দরকার। স্থানীয় প্রস্তুতকারীদের উৎপাদনশীলতা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক হওয়া প্রয়োজন। সময়োপযোগী ফ্যাশন পণ্য এবং বাজারের ভবিষ্যৎ চাহিদা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি চামড়া শিল্পের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিচ্ছন্ন উৎপাদনে জড়িত সকলকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে। এজন্য যুগোপযোগী ব্যবসায়িক মডেল গ্রহণ করতে হবে। চামড়া শিল্প কারখানাসমূহে ব্যবসা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রক্রিয়াজাত চামড়া, দক্ষ মানবসম্পদ এবং বিভিন্ন ধরনের সহায়ক পরিষেবা প্রদান এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়।

কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতিটি পর্যায়ে এ শিল্পটি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে; যেমনঃ গবাদিপশু জবাই করার পর্যায়ে চামড়ার (হাইড ও স্কিন) মান রক্ষা করা হয়না। এর কারণগুলো হলো পশু চিহ্নিত করার জন্য চামড়ায় ছেঁকা দেয়া, সঠিক পদ্ধতিতে চামড়া না ছাড়ানো এবং অনুপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষণ ও পরিবহন। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের অবস্থান সুসংহতকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে এ শিল্পকে সাপ্লাই-চেইন (supply-chain)-এর বিভিন্ন ধাপে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমন্বিতভাবে দূর করতে হবে। সরকার এ খাতটিকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। এ কারণে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পকে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ উচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ১. প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া ২. ফুটওয়্যার বা পাদুকা এবং ৩. চামড়াজাত পণ্য, যেমনঃ হাতব্যাগ, বেল্ট ও ওয়ালেট ইত্যাদি। এদেশের চামড়া শিল্প নগরীর অধিকাংশ ট্যানারির আকার ছোট কিংবা মাঝারি। এ সকল ট্যানারি ‘ওয়েট-ব্লু (wet-blue)’ এবং ‘ওয়েট-হোয়াইট (wet-white)’ ট্যানিংয়ের কাজে জড়িত। তুলনামূলকভাবে বড় ‘ক্রাস্ট ও ফিনিশড (crust and finished)’ চামড়া উৎপাদনের সাথে জড়িত ট্যানারিগুলোর পশ্চাৎ-সংযোগকারী (backward linkage players) হিসেবে কাজ করে। যখন কোনো দেশ বৈশ্বিক ভ্যালু চেইনের (value chain) জন্য বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং বা উৎপাদন শিল্পকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তখন বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। একটি যুগোপযোগী নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশেও পাদুকা বা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী বড় বড় কোম্পানিগুলো অনেক বেশি কার্যকরভাবে তাদের নিজস্ব সাপ্লাই-চেইন (supply-chain) কে উন্নত করতে সক্ষম।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে যেমনঃ চামড়ার (হাইড ও স্কিন) সহজলভ্যতা, বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত চামড়ার উৎকৃষ্টমানের সূক্ষ্ম বুণন (fine grain pattern), একই ধরনের আঁশের গঠন (uniform fibre structure) এবং এর মসৃণতা। অধিকাংশ গবাদি পশুই গৃহপালিত, যা বিশ্বের মোট গবাদি পশুর ১.৮%। এখানে প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিকে দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উপখাতগুলোতে মূল্য-সংযোজনকারী উপাদান বৃদ্ধি করার একটি অনুকূল মাধ্যম। এ শিল্প সার্বিকভাবে পরিবেশ ও ব্যবসাবান্ধব হলে এ খাতে ব্যাপক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে এ খাতটিও রপ্তানি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১.২ নীতিমালার প্রাধান্য

এ নীতিমালাটি আগামী পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। তবে নতুন নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯’ এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত ‘সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা’ প্রয়োজনে পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করা হবে।

অধ্যায় ২

২. ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

২.১ রূপকল্প (ভিশন)

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পকে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব ও প্রতিযোগিতামূলক খাতে রূপান্তর।

২.২ অভিলক্ষ্য (মিশন)

উন্নত এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন ও উত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে শক্তিশালী প্রতিযোগী হিসেবে প্রবেশের সক্ষমতা অর্জন।

২.৩ লক্ষ্য

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতকে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব এবং প্রতিযোগিতামূলক খাত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২৪ সাল নাগাদ অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ ও এ খাতের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জিডিপিতে এর বর্তমান অবদান ০.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে উন্নীতকরণ।

২.৪ উদ্দেশ্যাবলী

২.৪.১ উন্নত এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতকে প্রতিযোগিতা সক্ষমকরণ;

২.৪.২ আন্তর্জাতিক গুণগত মানসম্পন্ন ও প্রতিযোগিতা সক্ষম পণ্য উৎপাদনে ব্যবসাবান্ধব টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;

২.৪.৩ দক্ষ ও কার্যকর শিল্পায়নের জন্য উন্নত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ;

২.৪.৪ নতুন নতুন উদ্ভাবন, ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও উত্তম অনুশীলন গ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও সেগুলো প্রতিপালন;

২.৪.৫ রপ্তানির জন্য অধিক পরিমাণে মূল্য-সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন করতে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সক্ষমতা তৈরিতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে সহায়ক কাঠামো তৈরি;

২.৪.৬ শক্তিশালী পশ্চাৎসংযোগ ও অগ্রসংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে অবস্থান বৃদ্ধি এবং বাজারের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদানে চামড়া শিল্পের সামগ্রিক সাপ্লাই-চেইনে কার্যকর সমন্বয় সাধন;

২.৪.৭ এ খাতের পরিষেবাগুলোতে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে সহায়তা প্রদান এবং উৎসাহিতকরণ;

২.৪.৮ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প খাতে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

২.৪.৯ এ খাতের সামগ্রিক সাপ্লাই-চেইনে নারীদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

অধ্যায় ৩

৩. টেকসই পরিবেশবান্ধব বিষয় পরিপালন

৩.১ চামড়া শিল্প খাতে টেকসই পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা পরিপালন (compliance)

এ শিল্পের টেকসই উন্নয়ন কৌশলের একটি অপরিহার্য বিষয় হলো পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত বিদ্যমান আইন/বিধিমালা/নীতিমালার যথাযথ পরিপালন।

৩.১.১ পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সংশোধন এবং প্রয়োজনীয় বিষয় সংযোজন করা, পরিবেশ সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত জরুরি সমস্যার সমাধান এবং বিধি-বিধান বলবৎ করার নির্দেশাবলী জারি করা।

৩.১.২ সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক কৌশল ও নীতিমালায় পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা। পরিপালন বিষয়ক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট খাতের দক্ষতা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মানদন্ড নির্ধারণ করা।

৩.১.৩ পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক আইন প্রয়োগ করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা।

৩.১.৪ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও এর বাস্তব প্রয়োগের উপর জোর দেওয়া।

৩.১.৫ দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ টেকসই উপায়ে সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, জ্বালানি সাশ্রয় এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা; উদ্ভাবিত ও হস্তান্তরিত নতুন এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করা।

৩.১.৬ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কর্মসূচিগুলোতে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষার প্রসার। শিল্পকারখানার জন্য সবচেয়ে জরুরি পরিবেশসহ অন্যান্য বিষয় যেমন- শিক্ষা/প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মসূচিগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

৩.১.৭ এ শিল্প খাতে টেকসই পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা পরিপালন নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত পরিবীক্ষণে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ/নিরপেক্ষ নিরীক্ষক দলের সহায়তা নেওয়া।

৩.২ পরিচ্ছন্ন উৎপাদন নিশ্চিতকরণ

প্রাকৃতিক সম্পদ, পণ্য উপকরণ ও জ্বালানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য চামড়া শিল্পকারখানায় অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। শিল্পকারখানায় পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের একটি সফল মডেল তৈরি করতে হবে যা পরিচ্ছন্ন উৎপাদন কৌশলের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য আইএসও ১৪০০১ (২০১৫) স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব হবে।

৩.২.১ অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদন নিশ্চিতকরণ, নিঃসরণ হ্রাস ও দূষণ রোধ, পরিবেশের মান ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত ও উন্নত করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.২ সকল শিল্পকারখানায় অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ;

৩.২.৩ চামড়া শিল্পকারখানায় বিশ্বমানের পরিচ্ছন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা এবং এ সকল প্রযুক্তি স্থানান্তর ও প্রয়োগের জন্য দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান;

৩.২.৪ গ্রহণযোগ্য পরিচ্ছন্ন উৎপাদন কার্যকর করার কৌশলসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পরামর্শক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানার সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন;

৩.২.৫ চামড়া শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল কৌশল ও পরিকল্পনায় অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তকরণ;

৩.২.৬ ট্যানারি/শিল্প কারখানার সাথে আবশ্যিকভাবে স্থানীয়/কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনের বিধান কার্যকরকরণ;

৩.২.৭ কঠিন বর্জ্য রাখার সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ এবং পাশাপাশি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অর্থাৎ পরিবেশসম্মত পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের মাধ্যমে মূল্য সংযোজক পণ্য উৎপাদনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.৮ চামড়া সংগ্রহকালে পশুর লেজ, কান, নাড়িভুড়ি, চর্বি, রক্ত, হাড়, গোবর প্রভৃতি বর্জ্যপণ্যের অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩.২.৯ ট্যানারি শিল্পনগরীতে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য আধুনিক কেন্দ্রীয় হিমাগার (Cold Storage) নির্মাণ;

৩.২.১০ চামড়া শিল্প নগরীতে স্থাপিত কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (CETP) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং চামড়া শিল্পখাতে কঠিন বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা;

৩.২.১১ দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলে/এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে পশু জবাইয়ের মাধ্যমে উন্নত চামড়া প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.১২ চামড়া শিল্পপল্লী/নগরীতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্টের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্লীন টেকনোলজি স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে।

৩.৩ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়াবলী পরিপালন

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পখাতে পরিপালনীয় আইনকানুন মেনে চলা এবং কারখানায় স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন প্রক্রিয়া, জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের গুণগত মান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানাগুলোকে যথাযথ কৌশল গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে।

৩.৩.১ শনাক্ত করার পদ্ধতির (traceability system) সঠিক বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইন অর্থাৎ পশুর চামড়া সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে শুরু করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা; চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও চামড়ার গুণগত মান টেকসই হওয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত নিরীক্ষকদের পরামর্শ নেওয়া;

৩.৩.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ শিল্পের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ট্যানারি/কারখানাগুলোতে শ্রম আইন ও নিরাপত্তার মানদণ্ড প্রয়োগ করা;

৩.৩.৩ চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য কর্পোরেট বিমার বিষয় প্রচলন করা;

৩.৩.৪ নতুন ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং দক্ষ ও নিরাপদ কাজের অনুশীলন গ্রহণ করা;

৩.৩.৫ এ খাতে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান/কোড ও স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন কোন বিধি-বিধান ও স্ট্যান্ডার্ড চালু হলে সে তথ্য বেসরকারি খাতকে অবহিত করা;

৩.৩.৬ এ খাতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদপত্র পেতে উদ্বুদ্ধ করা; যেমন: পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য আইএসও ১৪০০১ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিচালন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আইএসও ৪৫০০১:২০১৮ এর স্বীকৃতি এবং টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরির জন্য আইএসও ১৭০২৫ (২০১৭) স্বীকৃতি।

৩.৩.৭ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতকে বাংলাদেশের বিদ্যমান পরিবেশ আইন প্রতিপালন সাপেক্ষে সবুজ শ্রেণিভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৩.৪ খাত ও অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য দেশের চামড়া শিল্পকে আধুনিক করতে অবকাঠামো খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে। খামারের পশুদের যত্ন ও কল্যাণ বিষয়ক আইন প্রতিপালন, প্রচার ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্পূর্ণ ভ্যালু চেইনে প্রতিটি চামড়াজাত পণ্যকে টেকসই উপায়ে শনাক্ত করার সক্ষমতা তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের ক্ষেত্রে এটি একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ধার্য করা হবে।

৩.৪.১ বর্তমানে প্রচলিত যত্রতত্র পশু জবাইয়ের অনুমতির পরিবর্তে পশু জবাইয়ের জন্যে স্থান নিদিষ্ট করে আধুনিক কসাইখানা স্থাপনে আইন প্রণয়ন। কসাইদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও কসাইখানাগুলোর পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক কসাইখানা নির্মাণ। অধিকতর নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চালাতে এবং পরিবহন ব্যবস্থা সহজতর করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর সাথে কাজ করা;

৩.৪.২ বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে চলমান গুণগত মান, বিধি-বিধান এবং পরিবেশগত চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনকাজে বিদ্যমান প্রযুক্তি ও মেশিনারি উন্নত করতে এবং পরিচালনা কার্যক্রম ও কৌশল আধুনিকায়ন করতে ট্যানারি শিল্প মালিকদের সচেতন করা;

৩.৪.৩ চামড়া শিল্প কারখানার জন্য নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রিকভারি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। সংরক্ষণ ও দক্ষতা পরিমাপ করার মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবহার হ্রাস করতে ট্যানারি শিল্প মালিকদের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে উৎসাহিত করা;

৩.৪.৪ স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে যাতায়াতসহ সকল ধরনের অবকাঠামো ও পরিবেশ সংরক্ষণকারী আবশ্যিক বিষয়গুলো নিশ্চিত করে চামড়া শিল্পের অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) তৈরি করা;

৩.৪.৫ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ও অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইজেড) ভিত্তিক চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিকারকগণের এক জায়গা থেকে কাস্টমসের ছাড়পত্র পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা;

৩.৪.৬ চামড়া শিল্পে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে এ খাতে অসঙ্গতি দূরীকরণে শিল্পকারখানায় জেন্ডার বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা ও অনুশীলন পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমন্বয়সাধন করা;

৩.৪.৭ গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ সুপারভাইজার ও ম্যানেজারের ভূমিকায় নারীদের আকর্ষণ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ সংক্রান্ত ইতিবাচক নীতিমালা প্রণয়নে নির্দেশাবলী প্রতিপালন করতে কারখানাগুলোকে উৎসাহিত করা;

৩.৪.৮ লীড টাইম ও ব্যয় কমানো এবং দ্রুততার সাথে কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চামড়াখাতে কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ স্থাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.৪.৯ লিড টাইম কমানোর জন্য চট্টগ্রামসহ সকল বন্দরে অগ্রাধিকারভিত্তিতে/দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় চামড়া শিল্পের কাঁচামাল ছাড়করণ ও পণ্য রপ্তানির ব্যবস্থা করা;

৩.৪.১০ চামড়া ব্যবসায়ীদের চামড়া সাময়িকভাবে সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩.৫ বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম

৩.৫.১ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকার রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্যে নিয়মিত চামড়াজাত পণ্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা এবং উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে সহায়তাকরণ;

৩.৫.২ কার্যকর বিপণন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ে জোর দেওয়া;

৩.৫.৩ উন্নত দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে রপ্তানিতে প্রাধিকারভিত্তিক সুযোগ-সুবিধা (Preferential Treatment) লাভের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৩.৫.৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রপ্তানি ঋণ সহায়তা স্কিম (Export Credit Guarantee Scheme) এবং রপ্তানি সহায়তা তহবিল (Export Development Fund) এর পাশাপাশি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থায়ন করা;

৩.৫.৫ পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও অন্যান্য বিধি-নিষেধের (Compliance and Conformity Regulation) বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সচেতন করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা;

৩.৫.৬ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি বাজার সংশ্লিষ্ট দেশের বিধি-নিষেধের (Compliance) আলোকে সার্টিফিকেশনের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের জনবলসহ সক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

৩.৫.৭ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্ত চামড়ার সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Crust and Finished leather রপ্তানিতে নিরুৎসাহিত করে অধিকতর মূল্য সংযোজনকারী পণ্য যেমনঃ চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিতে উৎসাহিতকরণ এবং এরই আলোকে নীতিগত সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৬ শক্তিশালী পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ তৈরি

বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারের জন্য চামড়া শিল্পের সম্পূর্ণ সাপ্লাই চেইনে শক্তিশালী পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ তৈরি করা জরুরি। এছাড়াও কাঁচা চামড়ার লভ্যতা এবং সার্বিক গবেষণা ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন।

৩.৬.১ চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইনের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে গুচ্ছ (ক্লাস্টার) তৈরি করাকে উৎসাহিত করা;

৩.৬.২ চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইনের (কসাইখানা, ট্যানারি, চামড়াজাত পণ্য) প্রতিটি স্তরে দক্ষতা উন্নয়নে ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ মেকানাইজড ফিনিশিং মেশিনারি স্থাপনে সহায়তা প্রদান;

৩.৬.৩ নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউটের (এলআরআই) সাথে ট্যানারিগুলোর যোগাযোগ স্থাপন করা;

৩.৬.৪ কৌশলগত জোট গঠন, উপযুক্ত প্রযুক্তি সংগ্রহ, উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে কার্যকর সংযোগ স্থাপনসহ শিল্পকারখানা ও প্রযুক্তির উন্নয়নে নানামুখি উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.৬.৫ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দেওয়া এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করা। ছোট ছোট কোম্পানির সাথে বড় এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দীর্ঘমেয়াদী সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ের বন্দোবস্ত করতে উৎসাহিত করা;

৩.৬.৬ বৈশ্বিক ধারা অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত চামড়া তৈরি ও ডিজাইন করার ক্ষেত্রে চামড়া শিল্প উন্নয়ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা, যেন চামড়াজাত পণ্যের বৈচিত্রতা তৈরি করে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট বাজারে নতুন নতুন পণ্য পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়;

৩.৬.৭ রাসায়নিক পদার্থের চাহিদা নিরূপণের উদ্দেশ্যে গবেষণা করার পর চামড়া শিল্প নগরী/পার্ক এলাকায় বহুল ব্যবহৃত কঠিন রাসায়নিক পদার্থের সংরক্ষণাগার প্রতিষ্ঠা ও কঠিন রাসায়নিক বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করতে আগ্রহী স্থানীয় কোম্পানির জন্য সহজশর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া;

৩.৬.৮ নতুন গুচ্ছ মডেলের মাধ্যমে অগ্রসংযোগ (Forward Linkage) তৈরি এবং কোম্পানিগুলোর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে বড় বড় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কোম্পানির সাথে যোগাযোগ স্থাপন;

৩.৬.৯ চামড়া শিল্পে নতুন নতুন অংশীদার খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে চামড়াজাত পণ্য সংগ্রহকারী কোম্পানিগুলোর জন্য দেশে-বিদেশে বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা;

৩.৬.১০ স্থানীয় ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং পরিবেশবান্ধব, সৃজনশীল শিল্প হিসেবে এ খাতের পুনর্গঠন ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজন করা ও তাতে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাস বা মিশনে একটি বিশেষ ইউনিট স্থাপন;

৩.৬.১১ ১০০% রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্পের জন্য বন্ড সুবিধা বৃদ্ধিসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য সুবিধা যেমনঃ রপ্তানি ভর্তুকি, মূলধনী যন্ত্রপাতি, ফায়ার সেইফটি ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি ক্রয়ে সুবিধা প্রদান;

৩.৬.১২ বিদ্যমান শুল্ক ও কর প্রত্যার্পণ পদ্ধতি সহজ করা।

৩.৭ দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

এ শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তর ও উন্নীত করার লক্ষ্যে মানব সম্পদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রয়োজন।

৩.৭.১ নারীর অংশগ্রহণসহ একটি দক্ষ জনবল গঠন করার লক্ষ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারিত করতে বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

৩.৭.২ স্থানীয় পাদুকা প্রস্তুতকারীগণ যাতে তাদের নিজস্ব ডিজাইন সকলকে উপস্থাপন করতে পারেন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে সক্ষম হন সে লক্ষ্যে পণ্য উন্নয়ন ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। কোন স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক ডিজাইন ইনস্টিটিউটের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে;

৩.৭.৩ চামড়া শিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং বিদ্যমান ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএলইটি)-কে আরও উন্নত করা। জ্যেষ্ঠ ও মাঝারি পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান, মার্চেন্ডাইজার ও সুপারভাইজরসহ ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের উপখাতগুলোর সকল পর্যায়ের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মীবাহিনী তৈরিতে সক্ষমতার উপর জোর দেয়া;

৩.৭.৪ চামড়া, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি সম্প্রসারণ করতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;

৩.৭.৫ নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া ও অনুশীলন ব্যবহার/গ্রহণ করার মাধ্যমে চামড়া প্রস্তুতকারী খাত যাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সক্ষম হয় সেজন্য চামড়া শিল্পের চাহিদা সম্পর্কে পরিচিতিমূলক পাঠক্রম তৈরি করা এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উৎপাদন প্রকৌশল পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা;

৩.৭.৬ শিল্পের সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ তৈরির বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া;

৩.৭.৭ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সমন্বয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দেশি ও বিদেশি পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ;

৩.৭.৮ পশুর চামড়া ছাড়ানোর জন্য গ্রাম/অঞ্চলভিত্তিক প্রশিক্ষিত কর্মী গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিশেষভাবে ঈদ-উল আযহার পূর্বে পশুর শরীর থেকে চামড়া ছাড়ানোর পদ্ধতি, সংরক্ষণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রচারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কসাই ও চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করা।

৩.৮ স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সহজীকরণ

বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিকারকদের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে হলে স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.৮.১ চামড়া শিল্পের উন্নয়নকে ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে নিতে এবং এ খাতে উপযুক্ত প্রকল্পের/বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকর প্রক্রিয়া তৈরি করতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) একটি বিশেষায়িত সেল স্থাপন করা। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস স্থাপন করা;

৩.৮.২ কাঁচামাল, মেশিনারি ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক বিষয়ক নীতিমালা একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎ রাখা;

৩.৮.৩ আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিসম্বলিত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং পাদুকার জন্য প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়ার মানোন্নয়নে বিদ্যমান ট্যানারিগুলোকে আধুনিক করার জন্য বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বিশেষ সুযোগ তৈরি করা;

৩.৮.৪ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য চামড়া শিল্পের পক্ষে বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের সাথে অগ্রসংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান;

৩.৮.৫ দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হিসেবে চামড়া খাতের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ (যথা: ইডিএফের আকার, বিদ্যমান বন্ড ব্যবস্থার ক্ষেত্রে Inter Bond Transfer Facilities, অগ্নি ও বিল্ডিং সেইফটি এবং কমপ্লায়েন্ট সংশ্লিষ্ট ইকুইপমেন্ট) তৈরি পোশাক শিল্পের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধার অনুরূপ করা;

৩.৮.৬ আমদানি বিকল্প চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল তৈরি শিল্প, জুতার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও চামড়া শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ (accessories) দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করা। এক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বা যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

৩.৮.৭ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

৩.৯ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার

৩.৯.১ চামড়া শিল্পের ভ্যালু চেইন পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত থেকে পরিপূর্ণ সহায়তার লক্ষ্যে পরামর্শমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩.৯.২ চামড়া খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান এসোসিয়েশনসমূহসহ ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো নিয়ে একটি যৌথ ফোরাম গঠন।

৩.১০ চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন ও প্রণোদনা

চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, পরিবেশ সুরক্ষা, অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদন এবং অবকাঠামো বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন। রপ্তানি বৃদ্ধিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে।

৩.১০.১ সবুজ প্রযুক্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অগ্রাধিকারভিত্তিক ঋণ আকর্ষণ করা ও সেগুলো ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা এবং খাতভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;

৩.১০.২ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য একটি পুঁজি বাজার তৈরি করা এবং দেশি ও বিদেশি মূলধন সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও কারিগরি উদ্যোগে চামড়া শিল্প/ট্যানারিগুলোর আর্থিক চাহিদা পূরণে সহায়তা প্রদান;

৩.১০.৩ পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম গ্রহণকারী চামড়া শিল্প/ট্যানারিগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রণোদনামূলক অর্থ প্রদান করা;

৩.১০.৪ উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান যারা আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনে আগ্রহী তাদের বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া;

৩.১০.৫ অধিক পরিচ্ছন্ন উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেট ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ সংগ্রহ করা;

৩.১০.৬ শনাক্ত করার পদ্ধতি (traceability system) বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা এলাকায় ল্যাবরেটরি স্থাপন;

৩.১০.৭ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প এলাকায় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রিকভারি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.১০.৮ অধিকতর উন্নত নমুনা তৈরি ও পরীক্ষার জন্য ট্যানারিগুলোর সাথে চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউটকে সম্পৃক্তকরণ এবং সহায়তা প্রদান;

৩.১০.৯ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ তহবিলের যোগান দেওয়া ;

৩.১০.১০ আন্তর্জাতিক কেমিক্যাল প্রস্তুতকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক এমন স্বনামধন্য স্থানীয় কোম্পানির জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা;

৩.১০.১১ এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী বা বিদ্যমান ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা;

৩.১০.১২ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানি শিল্পখাতে অন্ততঃ আগামী ৫ বছরের জন্য বিদ্যমান নগদ প্রণোদনার মতো আর্থিক সুবিধা প্রদান করা;

৩.১০.১৩ ট্যানারি ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী কারখানাগুলোর জন্য গ্রিন ট্রান্সফর্মেশন ফান্ড (জিটিএফ) থেকে সবুজ অর্থায়ন জোগাড় করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সেগুলো বিতরণ করা;

৩.১০.১৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) এর পরিধি সম্প্রসারিত করা;

৩.১০.১৫ স্থানীয় এবং রপ্তানিমুখী উভয় ধরনের চামড়া শিল্পে ব্যবহার্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা;

৩.১০.১৬ চামড়া শিল্পের কাঁচা চামড়া আমদানিতে সুবিধা প্রদান;

৩.১০.১৭ ভবিষ্যতে চামড়া শিল্পের কাঁচামাল/কাঁচা চামড়ার সংকট নিরসনে বাণিজ্যিকভাবে গবাদি পশু পালনে উৎসাহিতকরণ ও এ খাতে প্রণোদনা প্রদান।

অধ্যায় ৪

৪. নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

প্রস্তাবিত 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা' বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশীজনের অংশগ্রহণে শিল্প মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ

এ নীতিমালার বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা সমন্বয় পরিষদ' নামে একটি পরিষদ নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে। এ পরিষদ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি-কাঠামোর জন্য সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৪	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৫	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য

৮	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮	সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২	সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
২৩	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
২৪	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৫	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
২৬	ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	সদস্য
২৭	মহাপরিচালক, বিএসটিআই	সদস্য
২৮	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
২৯	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩০	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৩১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	সদস্য
৩২	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি	সদস্য
৩৩	সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৪	সভাপতি, ঢাকা চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৩৫	সভাপতি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ	সদস্য
৩৬	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৭	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৮	সভাপতি, লেদার গুডস, ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩৯	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	সদস্য
৪০	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৪১	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ	সদস্য-সচিব

৪.২ **সমন্বয় পরিষদের কার্যপরিধি**

১. প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে পরিষদ একবার সভায় মিলিত হবে তবে জরুরি প্রয়োজনে যেকোন সময় সভা আহ্বান করা যেতে পারে;

২. 'সমন্বয় পরিষদ' সরকারের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে এ নীতিমালায় বর্ণিত কার্যক্রমকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে;

৩. পরিষদ চামড়া শিল্পের উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ নীতিমালার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে;

৪. পরিষদ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে জোরদার ও সহযোগিতা প্রদান করবে;

৫. পরিষদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা' পর্যালোচনা করবে এবং জাতীয় উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে এটিকে হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান করবে;

৬. পরিষদ প্রয়োজনানুসারে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে কিংবা আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৪.৩ **চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ**

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ' গঠন করা হবেঃ

০১	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২	অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
০৫	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
০৬	পরিচালক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	সদস্য
০৭	সদস্য, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
০৮	যুগ্মসচিব (নীতি)	সদস্য
০৯	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
১০	পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	সদস্য
১১	পরিচালক, চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
১২	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৩	পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি	সদস্য
১৪	পরিচালক, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
১৫	সরকার কর্তৃক মনোনীত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ (২ জন)	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিনিশড্ লেদার, লেদার গুডস্ অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৭	সভাপতি, লেদার গুডস্, ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৮	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৯	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব),	সদস্য
২০	সংশ্লিষ্ট উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি শাখা)	সদস্য-সচিব

৪.৪ বাস্তবায়ন পরিষদের কার্যপরিধি

৪.৪.১ প্রতি তিন মাস অন্তর পরিষদ সভায় মিলিত হবে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যাবে।

৪.৪.২ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ এই শিল্পখাতের বর্তমান শ্রম বাজার, কর্ম পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, অবকাঠামো বিনিয়োগ, অর্থায়ন, প্রণোদনা, তহবিল যোগান সর্বোপরি প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিবিএস-এর যৌথ উদ্যোগে সময়ে সময়ে এ সংক্রান্ত শুমারি/জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৪.৪.৩ সমন্বয় পরিষদের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সময়ে সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় পরিষদকে অবহিত করবে।

৪.৪.৪ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য খাতের উন্নয়নে বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করে সমন্বয় পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

৪.৪.৫ জাতীয় আমদানি ও রপ্তানি নীতি, জাতীয় শিল্পনীতি এবং জাতীয় বাজেট প্রণয়নকালে পরিষদ প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করবে।

৪.৪.৬ বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনার বিষয়ে বাস্তবায়ন পরিষদ সমন্বয় পরিষদের কাছে সুপারিশ পেশ করবে।

৪.৪.৭ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি শাখা এ পরিষদের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

৪.৪.৮ পরিষদ প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে কিংবা আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৫. কৌশলগত বাস্তবায়ন কার্যনির্বাহী দল (এসআইটিএফ)

৫.১ এ নীতিমালায় সময়াবদ্ধ পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও পদক্ষেপের বিষয় উল্লেখ আছে এবং এগুলোর পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে পাঁচ-বছরের বেশি সময় লাগবে। কৌশল ও পদক্ষেপগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে একটি শক্তিশালী সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি থাকা জরুরি যেন ফলাফলগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে অর্জন করার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কৌশলগত বাস্তবায়ন কার্যনির্বাহী দল (এসআইটিএফ) গঠন করা হবে। এসআইটিএফ গঠন করার জন্য বাস্তবায়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় সম্পদ জোগাড় করবে।

৫.২ বাস্তবায়ন পরিষদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এসআইটিএফ পূর্ণকালীন কাজ করবে।

৫.৩ নীতিমালা বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে এবং জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা সমস্যা সম্পর্কে এসআইটিএফ বাস্তবায়ন পরিষদের কাছে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রতিবেদন জমা দেবে।

৬. নীতিমালা পর্যবেক্ষণ

নীতিমালার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রভাব যথাযথ সূচক ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং সেখানে বেসরকারি খাত ও চামড়া খাতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ থাকবে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি সংস্থা এবং সক্ষমতা অনুযায়ী গঠিত পৌর-পর্যায়ে জনসাধারণকে নিয়ে গঠিত কমিটিগুলোর দায়িত্ব হবে কৌশলগুলোর লক্ষ্যমাত্রা, বিষয়বস্তু ও সমাধানগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

পরিবেশ সুরক্ষা, পরিপালন, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং সেগুলোর পর্যবেক্ষণ ও অবকাঠামো, পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ, সক্ষমতা তৈরি ও শিক্ষিত/সচেতন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমকে বেগবান করা হবে।

১. 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা' বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সকল অংশীজনের সক্রিয় সম্পৃক্ততা। এজন্য প্রয়োজন একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ খাতের বিকাশে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পর্যাপ্ত ও কার্যকর অবকাঠামো গঠন, অর্থায়ন এবং অন্যান্য আইনকানুন ও বিধি-বিধান নিশ্চিত করা, অভিজ্ঞতা স্থানান্তরে সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করার জন্য সরকারি খাতের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

এ নীতিমালা বাস্তবায়নের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবেশ বিষয়ক আইনকানুন ও বিধি-বিধান; পরিবেশবান্ধব পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের জন্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি; সিইটিপির কার্যকর ব্যবহার; বিদ্যুৎ ও সড়ক ব্যবস্থা; বর্জ্য সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, বন্ডেড ওয়্যারহাউজ পদ্ধতি, পশুপালন পদ্ধতির আধুনিকায়ন; শ্রমিকদের নিরাপদ কমর্পরিবেশ, কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা; খাতভিত্তিক রূপান্তরের জন্য অর্থায়ন ও প্রণোদনা প্রদান। আরও বেশি স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য এ উদ্যোগগুলো নিয়মানুগ ও ব্যবসাবান্ধব হিসেবে এদেশের চামড়া শিল্পের নতুন ভাবমূর্তি গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এগুলো চামড়ার সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও শক্তিশালী অগ্রসংযোগ ও পশ্চাৎসংযোগ (backward and forward linkage) সৃষ্টিতে বেসরকারি খাতকেও উৎসাহিত করবে।

১.১ সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
টেকসই পরিবেশবান্ধব বিষয় পরিপালন (অনুঃ ৩.১)						
১. পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে বিদ্যমান আইন পরিমার্জন এবং সংযোজন	১.১ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য বিদ্যমান পরিবেশবিষয়ক আইন/নীতিমালা/বিধিমালা পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধন		√		পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
	১.২ আন্তর্জাতিক মান পূরণ করার লক্ষ্যে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা নিরূপণের জন্য সরকার, পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের মধ্যে সমন্বয় সাধন		√		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
২. পরিবেশ সুরক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে শক্তিশালী ও একীভূত করা	২.১ শিল্পকারখানার দূষণ প্রতিরোধে কার্যকর পদ্ধতি চালু করা এবং শক্তিশালী করা, যেমন ট্যানারি ও ট্যানারি-সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যেসকল বিষয় সম্পৃক্ত হয়েছে বা সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন সেগুলোর জন্য পরিবেশ বিষয়ক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা		√		পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক, এলআরআই
	২.২ পরিবেশ বিষয়ক মান নিশ্চিত করার জন্য বিসিকের সাথে সমন্বিতভাবে বিশেষ নিরীক্ষা ইউনিট গঠন, যারা মূলত দৈবচয়নভিত্তিতে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে			√	পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
	২.৩ বিরোধ নিষ্পত্তি ও পরিবেশের ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রক্রিয়া নির্ধারণ	√			পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
	২.৪ শিল্পকারখানার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ বিষয়ক নিরীক্ষার জন্য বিশেষ ইউনিটে কর্মরত বাংলাদেশি টেকনিশিয়ান ও কর্মীদের উপযুক্ততা মূল্যায়ন করা ও নিশ্চিত করা। দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এবং ট্যানারির সাথে জড়িত সম্ভাব্য অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যক্রমের জন্য মনোনীত ইউনিটকে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদান		√		পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত ও বিসিক
৩. পরিবেশের সুরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত R&D (গবেষণা ও উন্নয়ন) জোরদার ও প্রয়োগ করা	৩.১ লবণাক্ত বর্জ্য-পানি শোধন পদ্ধতি, কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য অপসারণের স্থান এবং কঠিন বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট, পানি শোধনাগার এবং পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য আবশ্যক বিষয়াবলী নির্ধারণ করতে সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য চামড়া গবেষণা ইন্সটিটিউট (এলআরআই) বা উপযুক্ত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে সম্পৃক্ত করা			√	এলআরআই বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	বেসরকারি খাত ও বিসিক
	৩.২ প্রভাব ও সক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা করা এবং কঠিন বর্জ্য শোধনের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন		√		এলআরআই বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	বেসরকারি খাত ও বিসিক
	৩.৩ কঠিন বর্জ্য অপসারণের স্থান নির্ধারণ ও সেগুলো পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার জন্য সুপারিশমালা প্রদান এবং তা সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ মূল্যায়ন করা		√		এলআরআই বা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ	বেসরকারি খাত ও বিসিক

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
৪. ট্যানারিগুলোর বর্তমান অবস্থান পর্যালোচনা করা এবং একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৪.১ পরিবেশ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুযায়ী ট্যানারিগুলোর compliance পর্যালোচনা করা এবং compliance- এর ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতায় যেসকল নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো শনাক্তপূর্বক সুপারিশমালা প্রণয়ন		√		বিসিক	বেসরকারি খাত
	৪.২ অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ট্যানারির উপ-খাতের জন্য পরিবেশবিষয়ক মানের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা বাস্তবায়ন			√	বেসরকারি খাত	ব্যবসায়ী সংগঠন
৫. দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি স্থানান্তর	৫.১ পরিবেশ সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা ও সেরা অনুশীলন প্রশিক্ষণের সহায়তার জন্য স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	√			বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৫.২ পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিদর্শন কার্যক্রম ও লঙ্ঘনের বিধান সম্পর্কে সময়মত, নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্য জাতীয় ডেটাবেজ তৈরি করা			√	পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৫.৩ আইনী বিষয় লঙ্ঘন ও পরিবেশ বিষয়ক অপরাধ তদন্ত ও অনুসন্ধান শুরু করা	√			পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৫.৪ কঠিন বর্জ্য সংরক্ষণাগার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা চালু করা			√	পরিবেশ অধিদপ্তর/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
৬. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শিক্ষা জোরদার করা	৬.১ শিল্পকারখানার সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া			√	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৬.২ মানবসম্পদ যেন পরিবেশ সুরক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থাপনার জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া			√	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া (অনুঃ ৩.২)						
৭. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সিইটিপি প্রত্যয়ন	৭.১ চামড়া শিল্পের সিইটিপি কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য এদেশের টেকনিশিয়ান ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা মূল্যায়ন ও তা নিশ্চিত করা		√		বিসিক	পরিবেশ অধিদপ্তর
	৭.২ সিইটিপি পরীক্ষাগারে যথাযথ উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করা যেন তা দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।		√		বিসিক	বিএসটিআই
	৭.৩ ট্যানারি ও তাদের ক্রেতাদের পারস্পরিক দীর্ঘ-মেয়াদী সুবিধা নিশ্চিত করতে সিইটিপিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন করা		√		বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
৮. সিইটিপি-তে ট্যানারির বর্জ্যের বিষয়ে আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের জন্য আইনি বিধি-বিধান আদর্শ মান ও কারিগরি নির্দেশনা নির্ধারণ ও প্রকাশ করা	৮.১ শিল্পকারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের জন্য গবেষণা, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উৎপাদনের সাথে জড়িত শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ জোরদার করা		√		বিসিক, পরিবেশ অধিদপ্তর	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৮.২ শিল্পকারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন এবং সিইটিপিতে ট্যানারির বর্জ্যের বিষয়ে আইনি বিধি-বিধান, নির্দেশনা ও মান নির্ধারণ এবং তা প্রকাশ করা				বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
৯. পরিবেশ সম্পর্কিত মান গ্রহণ এবং আরও	৯.১ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় পরিপালন এবং আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সরবরাহ শৃঙ্খলের সর্বস্তরে গুচ্ছ মডেলের উপর জোর দেওয়া			√	বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন	

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
পরিচ্ছন্ন উৎপাদন বাস্তবায়নে ক্লাস্টার মডেল তৈরি করা।	৯.২ নির্দিষ্ট সময় পর পর সিইটিপি'র কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে এবং সিইটিপি থেকে উৎপন্ন বর্জ্যের মান এবং পরিবেশ ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও চাহিদা পরিপালন সম্পর্কে বিসিক বা মনোনীত অন্য কোনো পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মনোনয়ন/ছাড়পত্র পেতে একটি প্রত্যায়িত স্বাধীন সংস্থা গঠন করা			√	বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন	পরিবেশ অধিদপ্তর
১০. শিল্প কারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে একটি সফল মডেল তৈরি করা ও তা প্রত্যয়ন করা	১০.১ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল প্রক্রিয়ায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার উপর জোর দেওয়া এবং ব্যবস্থাপকগণকে শিল্পকারখানায় আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া, নীতিমালা ও আইন-কানুনের বিষয়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজনে উৎসাহ দেওয়া।			√	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১০.২ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য আইএসও ১৪০০০ (২০১৫) স্বীকৃতি পেতে গুচ্ছ প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা		√		বিসিক, বিএসটিআই, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
১১. চামড়ার সম্পূর্ণ মূল্য শৃঙ্খলে আরও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগে সহায়তা করতে প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা	১১.১ শিল্প মন্ত্রণালয় এবং সাভারস্থ খাতভিত্তিক পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা	√			বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১১.২ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক নিরীক্ষকগণের সাথে যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করা			√	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১১.৩ ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের ক্ষমতা উন্নয়নে প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পকারখানায় প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় পরিপালন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট খাতকে সহায়তা করা		√		বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ
পরিপালন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (অনুঃ ৩.৩)						

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
১২. শ্রম আইন বলবৎ ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি	১২.১ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ			√	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	আইএলও, বেসরকারি খাত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড
	১২.২ সিএসআর ও ওএইচএস উদ্যোগে সম্পৃক্ত হতে উপ-কমিটি গঠন		√		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বিসিক
	১২.৩ ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানায় শ্রম আইন ও নিরাপত্তার মানদণ্ড গ্রহণ করা নিশ্চিত করতে একটি নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এ সম্পর্কে প্রচার		√		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
	১২.৪ শিল্পকারখানায় জেন্ডার বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমন্বয়সাধন		√		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
	১২.৫ কারখানায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানকে যুক্ত করতে এ খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান		√		শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
১৩. কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) নীতিমালা গ্রহণ	১৩.১ শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও নিশ্চিত করার জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা		√		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
	১৩.২ এই খাতে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং মানসম্পন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে ও আন্তর্জাতিক বিধি ও মান পরিপালন করার বিষয়ে উৎপাদনকারীগণকে সংবেদনশীল করা	√			মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
	১৩.৩ এলডব্লিউজি-এর মতো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পরিপালন ও পূর্ণাঙ্গ সনদ পাওয়ার পূর্বে উন্নতি করার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে কোম্পানিগুলোর জন্য একটি স্ব-মূল্যায়ন টুল/উপকরণ তৈরি করা।		√		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি
	১৩.৪ পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানার জন্য একটি স্ব-মূল্যায়ন উপকরণ তৈরি করা যেন প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদের দ্বারা পরিচালিত সিএসআর নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে উন্নতির ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম করা		√		মনোনীত সিএসআর ও ওএইচএস উপ-কমিটি	বেসরকারি খাত, আইএলও এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
১৪. সিএসআর ও ওএইচএস পরিপালনের জন্য নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন	১৪.১ সিএসআর প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শক্তিশালী করা, যা প্রধান প্রধান ব্র্যান্ড ও রিটেইলার কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং রূপান্তরকালীন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে		√		ব্যবসায়ী সংগঠন	বেসরকারি খাত
	১৪.২ বৈশ্বিক বাজারে চামড়া খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য নিয়মিত নিরীক্ষা ও সনদ প্রদান পদ্ধতির বিষয়ে উৎসাহিত করা		√		ব্যবসায়ী সংগঠন	বেসরকারি খাত
অবকাঠামো উন্নয়ন (অনুঃ ৩.৪)						
১৫. বর্তমানে চলমান জবাই করার পদ্ধতি সংগঠিত করা ও আধুনিকায়ন করা	১৫.১ পশু জবাই করার কার্যক্রমে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করা	√			স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৫.২ বর্তমান পদ্ধতি ও কৌশল মূল্যায়ন করতে এবং আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন অনুযায়ী কসাইখানার সক্ষমতা অর্জন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করতে সুপারিশমালা প্রণয়ন		√		স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৫.৩ আলাদা আলাদা কসাইখানা শনাক্তকরণ এবং গুচ্ছ মডেল ও বিদ্যমান কসাইখানাতে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা	√			স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৫.৪ অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবহন ব্যবস্থা সহজ করার জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ ও পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করা			√	স্থানীয় সরকার বিভাগ, পৌর কর্তৃপক্ষ	ব্যবসায়ী সংগঠন
১৬. ইজেডএস ও বন্ডেড ওয়্যারহাউজ	১৬.১ টিআইইডি-র জন্য স্বায়ত্তশাসিত বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রিকভারি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা			√	বিদ্যুৎ বিভাগ, টিআইইডি	

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
সুবিধার অবকাঠামো উন্নত করা	১৬.২ কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি সংরক্ষণের উপর জোর দেওয়া যেন বিঘ্ন না ঘটিয়ে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে এর অব্যাহত সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়			√		
	১৬.৩ এসএমই-র জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা উন্নত করা এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও শুল্ক প্রত্যার্পন (duty drawback) পদ্ধতি সহজ করা			√	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৬.৪ চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানির ক্ষেত্রে এক স্থান থেকে কাস্টমসের ছাড়পত্র পাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সংস্কার বাস্তবায়ন করা		√		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৬.৫ টিআইইডি-তে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে বাজেট প্রদান ১৬.৬ সাধারণ সুবিধাসম্বলিত শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক/এস্টেটের মতো বাণিজ্যিক অবকাঠামো স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করা			√	স্থানীয় সরকার বিভাগ বেজা, বেপজা, বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
১৭. সিএসআর, ওএইচএস ও শ্রম আইন মেনে চলার জন্য ট্যানারিগুলোকে সংগঠিত ও আধুনিকায়ন করা	১৭.১ ব্যবস্থাপনার সর্বাধুনিক কৌশল, উপকরণ, আধুনিক পরিচালনা পদ্ধতি ব্যবহার করা এবং কারখানার ভেতরে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া পর্যন্ত সার্বিক প্রবাহ উন্নত করতে সর্বোৎকৃষ্ট অবকাঠামো তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদেরকে সম্পৃক্ত করা। উন্নত ট্যানারিগুলোকে অবশ্যই সকল ধরনের সিএসআর এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান পূরণ করতে হবে।			√	শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
১৮. ট্যানারিতে বিদ্যমান উৎপাদন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি উন্নত করা	১৮.১ চামড়া (হাইড ও স্কিন) সংরক্ষণের জন্য হিমাগার (cold storage) তৈরি করা (যেখানে ভরা মৌসুমে চামড়াগুলো ২-৩ মাসের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে)			√	বিসিক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৮.২ নিম্নমানের চামড়ার বিশাল মজুদ কমিয়ে আরও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসতে ট্যানারিগুলোকে দরকারি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি (process control equipment) সংগ্রহে উৎসাহিত করা			√	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
১৯. উৎপাদনের পারফর্মেন্স মূল্যায়ন ও উন্নত করা	১৯.১ প্রক্রিয়া ও অনুশীলন উন্নত করতে ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কারখানাগুলোর সাথে কাজ করতে উৎপাদন কাজে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত করা, যার ফলে ব্যয় হ্রাস পাবে ও উৎপাদনের সময় কমে আসবে		√		বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৯.২ পারফর্মেন্সের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের বিপরীতে গুচ্ছ কোম্পানিগুলোর বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করতে সেগুলোর মূল্যায়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা			√	এলআরআই, বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৯.৩ উৎপাদনের সর্বাধুনিক কৌশল ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা উন্নত করার মাধ্যমে ব্যয় ও উৎপাদনের সময় হ্রাস করার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সুপারিশমালা প্রদান করা		√		বিসিক, এনপিও	ব্যবসায়ী সংগঠন
	১৯.৪ বিদ্যমান চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট (এলআরআই)-এর উৎপাদন ক্ষমতার সুযোগ বৃদ্ধি করতে এবং চাহিদা অনুযায়ী সেরা প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে সাধারণ সুবিধা প্রদান করে ট্যানারি গুচ্ছকে সহায়তা করতে এলআরআইকে আরও শক্তিশালী করা		√		বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
২০ শনাক্ত করার ও টেকসই হওয়ার ক্ষমতা (Traceability and Sustainability)	২০.১ ট্যানারিগুলোকে একটি সাসটেইনেবিলিটি টিম গঠনে উৎসাহিত করা, যাদের দায়িত্ব হলো আইন-কানুনের সাথে সম্পৃক্ত প্রক্রিয়ার এবং সম্পূর্ণ সরবরাহ শৃঙ্খলে পরিবেশ সুরক্ষা, পরিচ্ছন্ন উৎপাদন ও শনাক্তকরণ ক্ষমতার (traceability) আলোকে সেগুলোর বাস্তবায়নের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা			√	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়, চেম্বার্স	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২০.২ মজুদ পণ্য নিয়ন্ত্রণ, চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান এবং উপকরণ ও সম্পদের চাহিদা নিরূপণের জন্য আরও নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়নে চামড়ার মূল্য শৃঙ্খলে ইআরপি (এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং) চালু করা		√		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম (৩.৫)						
২১. বাজারে প্রবেশ	২১.১ বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারদেরকে প্রভাবিত ও আকর্ষণ করার জন্য সফলতার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকগুলো বিশ্লেষণ করতে বাজার গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ এবং উৎপাদনমূল্য ও বিক্রয়মূল্য বিশ্লেষণ করা		√		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্পমন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২১.২ বিপণনের উপযুক্ত পোর্টফলিও তৈরি ও নমুনা সংগ্রহে নির্বাচিত কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ	√			বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন	
	২১.৩ চামড়া শিল্পের পুনর্গঠন ও পরিবেশবান্ধব, সৃজনশীল ও উচ্চ-মানসম্পন্ন শিল্প হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে বিভিন্ন মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা	√			বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২১.৪ অভীষ্ট বাজারগুলোতে এ শিল্পের প্রবেশে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় করা		√		পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২১.৫ উত্তর ইউরোপসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় দেশে উপযুক্ত বড় বড় ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের সাথে রপ্তানির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষায়িত বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা।	√			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২১.৬ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রপ্তানি ঋণ সহায়তা স্কিম এবং রপ্তানি সহায়তা তহবিলের পাশাপাশি রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল হতে অর্থায়ন করা।			√	অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
শক্তিশালী পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ তৈরি করা (অনুঃ ৩.৬)						
২২. চামড়ার ভ্যালু চেইন (মূল্য শৃঙ্খল) ক্লাস্টার	২২.১ চামড়ার ভ্যালু চেইন ক্লাস্টারে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কোম্পানিগুলোকে মনোনীত করতে ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর সাথে মুক্ত আলোচনা			√	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন	
২৩. মূল্য শৃঙ্খলের সমন্বয় বৃদ্ধি করতে খাতের ভেতরে গুচ্ছ কোম্পানি তৈরি করা	২৩.১ পশ্চাৎসংযোগ শিল্পগুলোর জন্য কর অবকাশ (tax holiday) সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে চামড়া খাতের প্রবৃদ্ধিকে সহায়তা করতে একটি পশ্চাৎসংযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করা		√		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্যারিফ কমিশন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৩.২ খাতভিত্তিক পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগের উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করতে গুচ্ছ তৈরিতে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করা		√		বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৩.৩ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পে বিদ্যমান পশ্চাৎসংযোগ, এগুলোর সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কোনো নেতিবাচক প্রভাব নির্ধারণে গবেষণা করা		√		এলআরআই, ট্যারিফ কমিশন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৩.৪ ট্যানারদের পক্ষে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া বিক্রয়কারী এবং কারিগরি বিষয় ও বিদেশি বাজারের চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন লেদার এজেন্টদের (leather agent) সাথে কাজ করা		√		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, ব্যবসায়ী সংগঠন	
	২৩.৫ প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া তৈরি ও ডিজাইনের সাথে ট্যানারিগুলোকে যুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ		√		বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন	
	২৩.৬ প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া তৈরি ও ডিজাইন করার জন্য এলআরআই-কে সক্রিয় হতে উৎসাহিত করা	√			বিসিক, এলআরআই	ব্যবসায়ী সংগঠন
২৪. চাহিদার বিপরীতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা	২৪.১ গুচ্ছে অংশগ্রহণকারী বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উপর জোর দেওয়া এবং তাদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ের বন্দোবস্ত করতে উৎসাহিত করা।			√	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন
২৫. সরবরাহ শৃঙ্খলকে যুক্ত করা	২৫.১ ট্যানারিগুলোর অবস্থা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য গুচ্ছে থাকা বড় বড় পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও উন্নত করা	√			বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সংগঠন

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন (অনুঃ ৩.৭)						
২৬. পণ্য উন্নয়ন ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট	২৬.১ পণ্য উন্নয়ন, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য ডিজাইন ও বিক্রয়ের জন্য কর্মসূচি তৈরি করতে বা এগিয়ে নিতে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (বিইউএফটি)-কে উৎসাহ প্রদান		√		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি	অর্থ বিভাগ
	২৬.২ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি এগিয়ে নিতে পণ্য উন্নয়ন ও ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা			√	অর্থ বিভাগ, বিসিক	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ, ব্যবসায়ী সংগঠন, এলআরআই
	২৬.৩ এ ধরনের প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বরাদ্দ করা			√	অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয়
	২৬.৪ সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের সুযোগের উপর জোর দেওয়া			√	পিপিপি	অর্থ বিভাগ
২৭. দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি জোরদার করতে বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা	২৭.১ এনটিভিকিউএফ-এর অংশ হিসবে তৈরি পোশাক খাতের মতো কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন		√		কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	
	২৭.২ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করা, যেন তাদের মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ ঐ খাতের চাহিদাকে প্রতিফলিত করে		√		বিসিক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল	ব্যবসায়ী সংগঠন, এলআরআই
২৮. ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা	২৮.১ ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ক-স্টাডি (চাকরির পাশাপাশি শিক্ষা) ও গুণগত মান বিশেষজ্ঞ, সুপারভাইজর/তত্ত্বাবধানকারী, প্রশিক্ষক ও মূল্যায়নকারীর জন্য শিল্পকারখানার চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের পাঠক্রম প্রণয়ন করা			√	বিসিক, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল	ব্যবসায়ী সংগঠন
	২৮.২ সংশ্লিষ্ট খাতে পরামর্শক পরিষেবা এবং কারখানা থেকে শুরু করে লাইন ম্যানেজমেন্ট পর্যন্ত সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য বিকেএমইএ-র সফল ইউনিটের আদলে একটি উৎপাদনশীলতা উন্নয়ন সেল (পিআইসি) তৈরি করা		√		বিসিক, এনপিও	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
২৯. প্রশিক্ষণ পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা	২৯.১ বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর জন্য প্রশিক্ষণ পরিষেবায় ব্যবসার সুযোগ তৈরি করা		√		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	২৯.২ বিনিয়োগ করতে বা বিদেশি প্রশিক্ষণ পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে যৌথ উদ্যোগ তৈরি করতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা		√		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, উইমেন চেম্বার্স	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	২৯.৩ আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে আকর্ষণ করতে একটি ব্যবসাবান্ধব বিনিয়োগ প্যাকেজ প্রণয়ন করা, যারা নতুন ব্যবসা তৈরি করতে পারবে বা বিদ্যমান স্থানীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে		√		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
৩০. চামড়া খাতের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন প্রকৌশল স্নাতকের (production engineer graduate) জ্ঞান হালনাগাদ করা।	৩০.১ প্রকৌশলীদের কাছে চামড়া খাতকে পরিচয় করিয়ে দিতে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সহযোগিতা করা, যারা ভবিষ্যতে ট্যানারি, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্যের কোম্পানিগুলোকে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও কর্ম পরিচালনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী তাদের সহায়তা করতে সক্ষম হবে		√		কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	৩০.২ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে তাদের প্রতিষ্ঠানে শিল্পকারখানা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য স্থানীয় বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে শিক্ষার্থী খুঁজে বের করতে উৎসাহিত করা			√	কারিগরি শিক্ষা ও মাদ্রাসা বিভাগ	
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ সহজতর করা (অনুঃ ৩.৮)						
৩১. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া	৩১.১ এ খাতটিকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এ একটি বিশেষায়িত ইউনিট তৈরি করা		√		বিডা	
	৩১.২ কৌশলগত, পদ্ধতিগত ও দৈনন্দিন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে আনা; স্বচ্ছতার সাথে ওয়ান-স্টপ-সার্ভিস প্রদান করা		√		বিডা	

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
	৩১.৩ কাঁচামাল, মেশিনারি ও যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক নীতিমালা সুস্থিত করা এবং ঘন ঘন নীতিমালা পরিবর্তন এড়িয়ে চলা		√		জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
৩২. চামড়া খাতে বিনিয়োগের উপর জোর দেওয়া	৩২.১ আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিসম্বলিত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এবং পাদুকার জন্য প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়ার মানোন্নয়নে বিদ্যমান ট্যানারিগুলোকে আধুনিকায়নে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা		√		বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	বিডা, ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.২ সেখানে অবস্থিত কৃত্রিম চামড়া ও ট্রিম তৈরির জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা, যেন আমদানির চাহিদা হ্রাস পায়		√		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পিপিপি, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৩ রপ্তানি করার জন্য পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের জন্য স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা	√			বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৪ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণে সহায়তা করতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে সক্রিয় করা	√			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৫ এ খাতের চমৎকার সুযোগ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা	√			পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিডা	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩২.৬ চামড়া শিল্পের ব্যবসায়িক সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা	√			বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন	উইমেন চেম্বার
৩৩. রাসায়নিক পদার্থ ও অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরির জন্য বিনিয়োগের আহ্বান	৩৩.১ এ খাতে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং গ্রহণযোগ্য মাত্রা ও মূল্যে বাংলাদেশে তৈরি করা সম্ভব এমন রাসায়নিক পদার্থ শনাক্ত করতে গবেষণা করা			√	চামড়া গবেষণা কেন্দ্র, বিডা	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান
	৩৩.২ স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক কেমিক্যাল কোম্পানিগুলোর সাথে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ গ্রহণ		√		বিডা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান

উদ্দেশ্যাবলী	উদ্যোগসমূহ	স্বল্প মেয়াদি (০-১)	মধ্য মেয়াদি (১-৩)	দীর্ঘ মেয়াদি (৩-৫)	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	সহায়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান
সরকারি-বেসরকারি-অংশীদারিত্ব জোরদার করা (অনুঃ ৩.৯)						
৩৪. ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর ভূমিকা জোরালো করা	৩৪.১ খাতভিত্তিক রূপান্তরে সহায়তার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর তাদের ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা			√	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩৪.২ শিল্পকারখানার উন্নয়নের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাতগুলোর কর্মকান্ড তৈরি করা			√	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিসিক, ব্যবসায়ী সংগঠন	ব্যবসায়ী সংগঠন
	৩৪.৩ আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট খাতে যথাযথ প্রণোদনার ব্যবস্থা			√	শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	ব্যবসায়ী সংগঠন
অর্থায়ন ও প্রণোদনা (৩.১০)						
৩৫. পরিকল্পনা ও বাজেট	৩৫.১ নীতিমালায় বর্ণিত প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন উৎস প্রক্রিয়া শনাক্তকরণ		√		বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	ব্যবসায়ী সংগঠন, এলআরআই